

গণিত ও উচ্চতর গণিত বিষয়েও সৃজনশীল পদ্ধতি চালু হবে : শিক্ষামন্ত্রী

যুগান্তর রিপোর্ট

মাধ্যমিক চতুর্থ গণিত ও উচ্চতর গণিত বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি চালুর দিকে জাতীয় কর্মশালা শুরু হয়েছে। পনিবার রাজধানীর জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমীর (নয়েন) সভাকক্ষে এই কর্মশালায় দেশের বিশিষ্ট গণিতবিদ, ছাত্রাও বিভিন্ন ক্লাব ও কলেজের গণিত শিক্ষকরা যোগদান করেন। শিক্ষামন্ত্রী মুন্সল ইসলাম, নাইল এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন। এ সময় তিনি বলেন, সৃজনশীল শিক্ষা পদ্ধতি ইতিবাচক ফলাফল নিতে শুরু করেছে। ছাত্রছাত্রী-শিক্ষক-অভিভাবক মহলে এ সম্পর্কিত জীতি কেটে গেছে। মাধ্যমিক চতুর্থ এ পর্যন্ত ২১টি বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি চালু হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় গণিত ও উচ্চতর গণিত বিষয়েও এ পদ্ধতি চালুর উদ্যোগ নেয়া হল। নয়া এ পদ্ধতি প্রবর্তনের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, উন্নয়ন প্রকল্পের (এসইএপিডিপি) আয়োজনে অনুষ্ঠানে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক নোমান উর রশীদ সভাপতিত্ব করেন। কর্মশালায় অন্যদের মধ্যে শিক্ষাসচিব ড. কানাদ আবদুল নাসের চৌধুরী, অতিরিক্ত সচিব মোঃ ইকবাল খান চৌধুরী, নায়েমের মহাপরিচালক অধ্যাপক ইকরাতুল কবির, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক খন্দকার বান, প্রকল্প পরিচালক মুস্তাফিজ রতন কুনার রায় বক্তৃতা করেন। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ২০১০ সাল থেকে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। প্রথম দিকে সর্গস্তই অনেকই অস্বস্তি হলেও শিক্ষার্থীদের গণকতন, ফলাফল ইত্যাদির পরিবর্তন ঘটায় এখন তারা মুগ্ধ। নকল করে পাস করা আর নুবহু বিদ্যার খোঁস থেকে বেরিয়ে আসার লক্ষ্য থেকেই এ পদ্ধতি চালু হয়েছে। এরই মধ্যে যারামেশে সোয়া তিন লাখ শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, প্রশিক্ষণের যথাযথ প্রয়োগ করে সৃজনশীল পদ্ধতিতে পারদান প্রদান ও সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন নিয়ে এখনও কিছু প্রশ্ন থাকতেই পারে। তবে কোন কিছু শুরু না করলে তো তার উন্নয়ন দূর্বল নয়। অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করেই আগামী দিনগুলোতে সব সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হবে। তিনি বলেন, শুধু প্রশ্ন প্রণয়নে সৃজনশীল পদ্ধতি চালু করলেই হবে না— পারদানসহ পুরো শিক্ষা ব্যবস্থায় সৃজনশীলতার ছাপ রাখতে হবে। তিনি গণিত অধিদপ্তরের মতো সৃজনশীল বিষয়ে সরকারের সহযোগিতা করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।